

সরকারি কলেজ শিক্ষকরা আন্দোলনে যাচ্ছেন

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে ১২ দফা দাবি-দাওয়া বাস্তবায়িত না হলে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলনে যাচ্ছেন। তারা প্রায় ৬ মাসের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করছেন। চূড়ান্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা '৯৫ বর্জন। গত রোববার বিকেলে বাংলাদেশ সরকারি কলেজ প্রভাষক সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারি কলেজ অধ্যাপক সমিতি এক জরুরি বৈঠকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। উক্ত পর্যায়ের কমিটির সদস্য মন্ডলী উভয় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক কামাল আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ কয়েকটি ক্যাডার কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে বিসিএস প্রশাসনসহ ১৪টি ক্যাডারের ৪১৪৮টি পদ ৭ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করায় প্রভাষক সমিতি, অধ্যাপক সমিতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ও বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ সব ক্যাডারকে ৭ম থেকে ৪ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

প্রভাষকদের ৪ বছরের ৪১০০/ পাঁচ বছরের ৪৮০০/ টাকার বেতন স্কেল দিতে হবে)

বৈঠকে প্রস্তাবে বলা হয় সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকদের পরবর্তী উচ্চতর পদে ও গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। ৬৩০০/ ৭১০০/ ৭৮০০/ ৮৬০০/ টাকার বেতন স্কেল করতে হবে।

বৈঠকে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত কোটা বাতিল করে সকল শূন্য পদে পদোন্নতির জোর দাবি করা হয়েছে।

বৈঠকে ২৪৯টি সরকারি কলেজে পদ সৃষ্টি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স পদ মর্যাদা নির্ধারণ এবং অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬০ বছরে নির্ধারণসহ ১২ দফা দাবি আগামী ৬ নভেম্বর মধ্যে বাস্তবায়নের জোর দাবি জানানো হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ৮ নভেম্বর প্রতীক কর্মবিরতি, ১০ ডিসেম্বর মহাপরিচালকের অফিস ঘেরাও, ৭ ও ৮ জানুয়ারি '৯৫ প্রতীক কর্মবিরতি, ৪ ফেব্রুয়ারি '৯৫ মহাপরিচালকের অফিস ঘেরাও, ১১-১৬ মার্চ ৬ দিন ১০-১২টা দু'ঘন্টা প্রতীক কর্মবিরতি। ৮ এপ্রিল '৯৫ হতে

অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্ম বিরতি ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বর্জন।